বাড়ছে উত্তেজনা, এবার যুদ্ধাস্ত্র তৈরিতে ভারত ও ইসরায়েলের যৌথ উদ্যোগ

কাশ্মীর ও লাদাখ সীমান্তে উত্তেজনা ক্রমশ বেড়েই চলেছে। আর এমন পরিস্থিতিতে পাকিস্তান এবং চীনা বাহিনীর মোকাবেলা করতে ভারত যেসব অত্যাধুনিক সমরাস্ত্র ব্যবহার করেছে তার বেশিরভাগই ইসরায়েলি। এবার তাই ইসরায়েলের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে যুদ্ধাস্ত্র বানাবে ভারত।

বালাকোটে স্যাটেলাইট গাইডেড ইলেকট্রো-অপটিক্যাল সেন্সরযুক্ত স্পাইস বোমা কিংবা লাদাখের প্রকৃত নিয়ন্ত্রণরেখায় (এলএসি) চীনা বিমানবাহিনীর গতিবিধির ওপর নজরদারি করতে ‘হেরন’ ড্রোন ও ‘ফ্যালকন’ এয়ারবোর্ন আর্লি ওয়ার্নিং অ্যান্ড কন্ট্রোল সিস্টেম (অ্যাওয়াক্স)- এসবই ইসরায়েলি সমরাস্ত্র।

সাম্প্রতিক নানা ঘটনাতেই ভারতীয় প্রতিরক্ষা বাহিনীর ইসরায়েল নির্ভরতা নজরে এসেছে। এবার সামরিক ক্ষেত্রে এ সহযোগিতাকেই নতুনমাত্রা দিতে সক্রিয় হয়েছে দুই দেশ। যৌথ উদ্যোগে অত্যাধুনিক অস্ত্র ও সামরিক সরঞ্জাম উৎপাদনের উদ্দেশ্যে সম্প্রতি সাব-ওয়ার্কিং গ্রুপ তৈরি করেছে ভারত ও ইসরায়েল।
দুই দেশের প্রতিরক্ষা সচিব ও সমরাস্ত্র নির্মাতা সংস্থাগুলোর প্রতিনিধিরা ওই গোষ্ঠীতে রয়েছেন। ভারতের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালায় জানিয়েছে, দ্বিপক্ষীয় চাহিদা মেটানোর পাশাপাশি উৎপাদিত অস্ত্র এবং সামরিক সরঞ্জাম অন্য দেশে বিক্রি করাও ওই জোটের অন্যতম লক্ষ্য।

ভারতে অস্ত্র ও সমর সরঞ্জাম রফতানিকারক দেশগুলোর তালিকায় ইসরায়েলের স্থান চতুর্থ। রাশিয়া, আমেরিকা ও ফ্রান্সের পরেই। গত বছর ইসরায়েল থেকে প্রায় ১০০ কোটি ডলারের প্রতিরক্ষা সামগ্রী আমদানি করা হয়েছে। ভারতের প্রতিরক্ষা ও গবেষণা সংস্থার (ডিআরডিও) সঙ্গে ইতিমধ্যে একাধিক যৌথ কর্মসূচি শুরু হয়েছে।

ডিআরডিও ও ইসরায়েলি অ্যারোস্পেস ইন্ডাস্ট্রিজের যৌথ উদ্যোগে ভূমি থেকে আকাশ ‘বারাক’ ক্ষেপণাস্ত্রের তিনটি সংস্করণ উৎপাদনের কাজ চলছে।

এ ক্ষেপণাস্ত্র পেতে ভারতীয় সেনাবাহিনী ১৬ হাজার ৮৩০ কোটি, বিমানবাহিনী ১০ হাজার ৭৬ কোটি এবং নৌবাহিনী ২ হাজার ৯০৬ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে।

কয়েক বছর আগে প্রায় ৮ হাজার ১০৭ কোটি টাকা দিয়ে ইসরায়েল থেকে তিনটি ‘ফ্যালকন’ কিনেছিল ভারত। গত বছর পাকিস্তানের বালাকোটে হামলাকারী ১২টি মিরাজ-২০০০ ফাইটার জেটকে পরিচালনা করেছিল ইসরায়েলি অ্যাওয়াক্স।

সূত্র: আনন্দবাজার পত্রিকা

ইরাকে মার্কিন সেনা মোতায়েন রাখার যুক্তি দেখাল যুক্তরাষ্ট্র

একজন মার্কিন কূটনীতিক অভিযোগ তুলে বলেছেন, ইরান ও লেবাননের হিজবুল্লাহর হাত থেকে ইরাককে রক্ষা করার জন্য দেশটিতে মার্কিন সেনা মোতায়েন রাখা হয়েছে।

আমেরিকার রাজনীতিবিষয়ক সহকারী পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডেভিড হেইল শনিবার ওয়াশিংটনে ইরানের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ তুলে দাবি করেন, ইরান-সর্থিত গোষ্ঠীগুলো মধ্যপ্রাচ্যে অস্থিতিশীলতা ও সন্ত্রাসবাদ বিস্তারের জন্য দায়ী। আমেরিকার এই সিনিয়র কূটনীতিক তার অভিযোগে আরও বলেন, দীর্ঘমেয়াদে ইরাকের শান্তি ও স্থিতিশীলতার জন্য ইরান-সমর্থিত গোষ্ঠীগুলো বড় ধরনের হুমকি হিসেবে পরিগণিত হচ্ছে।

লেবাননের ইসলামি প্রতিরোধ আন্দোলন হিজবুল্লাহর বিরুদ্ধে অভিযোগের আঙ্গুল তুলে হেইল দাবি করেন, এই আন্দোলনকে সমর্থন ও পৃষ্ঠপোষকতা দেয়ার কাজে ইরান শত শত কোটি ডলার অর্থ খরচ করেছে।

মার্কিন সহকারী পররাষ্ট্রমন্ত্রী এমন সময় ইরানকে মধ্যপ্রাচ্যের অস্থিতিশীলতার জন্য অভিযুক্ত করলেন যখন এ অঞ্চলের সবগুলো

দীর্ঘমেয়াদি ও রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ এই আমেরিকাই বাধিয়েছে। আমেরিকার বিভিন্ন সরকার মধ্যপ্রাচ্যে তাদের প্রভাব বাড়ানোর লক্ষ্যে এ অঞ্চলের দেশগুলোতে লুটপাট চালানোর পাশাপাশি আফগানিস্তান, ইরাক, সিরিয়া ও ইয়েমেনে দীর্ঘমেয়াদি যুদ্ধ বাধিয়ে দিয়েছে।

সূত্র: পার্সটুডে

মেহেরপুরে অক্সিজেন সরবরাহ প্লান্ট ও জ্বীন এক্সপার্ট মেশিনের উদ্বোধন

মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে অক্সিজেন সরবরাহ প্লান্টের ভিত্তি প্রস্তর ও মেহেরপুর বক্ষব্যাধি হাসপাতালে জ্বীন এক্সপার্ট মেশিনের উদ্বোধন করা হয়েছে।

শনিবার সকালে মেহেরপুর জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ও মেহেরপুর-১ আসনের সংসদ সদস্য ফরহাদ হেসেন (এমপি)।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি বলেন, করোনাযুদ্ধে আমরা সকলেই যোদ্ধা। এই যুদ্ধে সুস্থ থাকাটাই যোদ্ধার প্রধান কাজ। সুস্থ থাকার একমাত্র উপায় স্বাস্থ্যবিধি মেনে নিজেকে সচেতন করে রাখা। আমরা নিজেরা সচেতনতার মধ্যে দিয়েই করোনা প্রতিরোধ করতে পারবো। কেননা প্রতিকারের থেকে প্রতিরোধই উত্তম। আর সেটা আমরা নিজেরাই করতে পারি।

অনুষ্ঠান শেষে তিনি রেপ্লিকা উন্মোচন করে অক্সিজেন সরবরাহ প্লান্ট ও জিন এক্সপার্ট মেশিনের উদ্বোধন করেন।

জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ মুনসুর আলম খানের সভাপতিত্বে জুম ভিডিও কনফারেন্স ও সরাসির অংশ নেন স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের লাইন পরিচালক ডা. সামিউল ইসলাম, সির্ভিল সার্জন ডা. নাসির উদ্দিন,

মেহেরপুরের পলিশ সুপার এসএম মুরাদ আলী, পাবলিক প্রসিকিউটর পল্লব ভট্টাচার্য, জেলা আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক অ্যাড. ইব্রাহিম শাহীন, মেহেরপুর সরকারি কলেজের সাবেক উপাধাক্ষ প্রফেসর হাসানুজ্জামান মালেক, ডা. রফিকুল আলম, হাসানুজ্জামান মালেক, শামীম আরা হীরা।

ছাত্রাবাসে গণধর্ষণের ঘটনায় শিক্ষার্থীদের সড়ক অবরোধ, বিক্ষোভ

সিলেটের এমসি কলেজে ছাত্রাবাসের একটি কক্ষে গৃহবধূ ধর্ষণের ঘটনায় আন্দোলনে নেমেছেন শিক্ষার্থীরা।

শনিবার দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে এমসি ও সরকারি কলেজের প্রায় শতাধিক শিক্ষার্থীরা কলেজের সামনে সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেন। অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে কলেজ ও ছাত্রাবাসে বিপুল সংখ্যক পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।

শিক্ষার্থীর অভিযোগ করেন, করোনা পরিস্থিতিতে কলেজ বন্ধ থাকার পরেও ছাত্রাবাস কীভাকে খোলা রাখেন কলেজ কর্তৃপক্ষ? এসব অপরাধ কর্মকাণ্ডের বিষয়ে কলেজ কর্তৃপক্ষের অবগত থাকার পরেও কেন ছাত্রাবাস বন্ধ করে দেয়া হল না। আজ আমাদের ঐতিহ্যবাহী বিদ্যাপিঠে কলঙ্কের দাগ লেগেছে।

এসময় শিক্ষার্থীরা ধর্ষণের ঘটনার সাথে জড়িতদের দ্রুত গ্রেফতারের দাবি জানান। অন্যথায় তারা আরও কঠোর কর্মসূচি ঘোষণা করবেন বলে জানান।
বিডি প্রতিদিন

গণধর্ষণের আসামি ছাত্রলীগের সাইফুরের বিরুদ্ধে অস্ত্র আইনে মামলা

সিলেটের এমসি কলেজ ক্যাম্পাস থেকে ছাত্রাবাসে তুলে নিয়ে স্বামীকে বেঁধে স্ত্রীকে গণধর্ষণের ঘটনায় দায়েরকৃত মামলার আসামি ছাত্রলীগ ক্যাডার এম. সাইফুর রহমানের বিরুদ্ধে অস্ত্র আইনেও আরেকটি মামলা হয়েছে। গণধর্ষণের ঘটনার পর শুক্রবার রাত ২টার দিকে এমসি কলেজ ছাত্রাবাসে তল্লাশি চালিয়ে সাইফুরের রুম থেকে একটি আগ্নেয়াস্ত্রসহ প্রচুর পরিমাণে দেশীয় ও ধারালো অস্ত্র উদ্ধার করে পুলিশ। এ ঘটনায় শনিবার সকালে তার বিরুদ্ধে অস্ত্র আইনে মামলা হয়েছে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

করোনার কারণে কলেজ ও ছাত্রাবাস বন্ধ থাকলেও সাইফুর রহমানসহ ছাত্রলীগের কয়েকজন ক্যাডার ছাত্রাবাসে বসবাস করতো। ছাত্রাবাসে অবস্থান করে কলেজ ক্যাম্পাস, টিলাগড় ও বালুচর এলাকায় তারা নিয়মিত ছিনতাই ও অপহরণ করতো। রাতে ছাত্রাবাসে জুয়া ও মাদকের আসরও বসাতো বলে একাধিক সূত্র নিশ্চিত করেছে।

এদিকে, শুক্রবার সন্ধ্যায় দক্ষিণ সুরমার শিববাড়ির এক তরুণী স্বামীকে সাথে নিয়ে এমসি কলেজ ক্যাম্পাসে বেড়াতে আসে। এসময় ছাত্রলীগকর্মী এম. সাইফুর রহমান ও শাহ মাহবুবুর রহমান রনির নেতৃত্বে স্বামী ও স্ত্রীকে পার্শ্ববর্তী কলেজ ছাত্রাবাসে তুলে নিয়ে যায় আসামিরা। পরে সেখানে স্বামীকে বেঁধে রেখে স্ত্রীকে ধর্ষণ করে তারা।

এসময় ছাত্রলীগকর্মীরা ওই তরুণীর স্বামীর প্রাইভেট কারও ছিনিয়ে নেয়ার চেষ্টা করে। খবর পেয়ে পুলিশ এসে স্বামী-স্ত্রী ও তাদের প্রাইভেট কার উদ্ধার করে। পরে ধর্ষনের শিকার তরুণীকে ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ওসিসিতে ভর্তি করা হয়।

ঘটনার পর রাতভর অভিযান চালালেও ধর্ষণ ও অস্ত্র মামলার আসামি সাইফুর ও তার সহেযাগী কাউকে আটক করতে পারেনি পুলিশ।

সূত্র- বিডি প্রতিদিন

[redacted]

[redacted]

চীন অস্ত্র দিচ্ছে পাকিস্তানকে, ড্রোনের মাধ্যমে তা ছেয়ে যাচ্ছে কাশ্মীরে!

লাদাখ সীমান্তে যখন সংঘাত চলছে তখন চীনের বিরুদ্ধে নতুন ষড়যন্ত্রের তথ্য সামনে আনলেন ভারতের গোয়েন্দারা। চীনের ইশারাতেই জম্মু ও কাশ্মীরে পাকিস্তান অস্ত্র ঢোকাচ্ছে। পাকিস্তানকে সেই সমস্ত অস্ত্র সরবরাহ করছে চীন।

গোয়েন্দা প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে, পাকিস্তানের গুপ্তচর সংস্থা আইএসআই-কে চীন নির্দেশ দিয়েছে, গোটা উপত্যকায় অস্ত্রে ছয়লাপ করে দিতে। প্রমাণ স্বরূপ বলা হয়েছে, গত আড়াই মাসে জম্মু ও কাশ্মীর থেকে যত অস্ত্র উদ্ধার করেছেন ভারতীয় নিরাপত্তা বাহিনী তার অধিকাংশের গায়েই চীনের চিহ্ন রয়েছে।

তবে পাকিস্তানি জঙ্গিদের অনুপ্রবেশ রুখতে দুর্ভেদ্য দুর্গ তৈরি করেছে ভারতীয় নিরাপত্তাবাহিনী। নিয়ন্ত্রণ রেখায় যে অঞ্চলগুলো অনুপ্রবেশপ্রবণ সেখানে ইতিমধ্যেই নিরাপত্তা বেষ্টনি আরও কঠোর করেছে বিএসএফ।

গোয়েন্দা রিপোর্টে বলা হয়েছে, ড্রোনের মাধ্যমে পাকিস্তান থেকে অস্ত্র ঢোকানো হচ্ছে কাশ্মীরে।

সরকারি সূত্রে আরও জানা যাচ্ছে, গোয়েন্দারা সতর্ক করে দিয়ে বলেছেন, শীত বাড়লেই নিয়ন্ত্রণ রেখা পার করে লোক ঢোকানো শুরু করতে পারে পাকিস্তান। তার কারণ, ওই সময় ঝোপঝাড় বড় হয়। তাছাড়া তুষারপাতের সময়কেও অনুপ্রবেশের জন্য ব্যবহার করতে পারে পাকিস্তান। তাই এখন থেকেই সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে নিরাপত্তাবাহিনীকে।

গোয়েন্দারা জানতে পেরেছেন, চীন-পাকিস্তান অর্থনৈতিক করিডোরের মাধ্যমে হেক্সাকপ্টার কিনেছে পাকিস্তান। অস্ত্র পাঠানোর জন্য সেগুলোকে ব্যবহার করছে।

তবে কাশ্মীরের স্থানীয়রাও যে এ বিষয়ে যুক্ত হচ্ছে তাও বলা হয়েছে গোয়েন্দা রিপোর্টে, যা নিয়ে উদ্বেগ রয়েছে নিরাপত্তাবাহিনীর

মধ্যেও। গত ১০ সেপ্টেম্বর নিয়ন্ত্রণ রেখার পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে কাশ্মীর গিয়েছিলেন সেনা প্রধান মনোজ মুকুন্দ নারাভানে। বিএসএফ ও সেনাবাহিনীকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিয়ে এসেছিলেন তিনি। তার মধ্যেই গোয়েন্দা রিপোর্টে উঠে এল চাঞ্চল্যকর তথ্য।

দিন কয়েক আগেই জম্মু ও কাশ্মীরের রাজৌরি জেলা থেকে তিন জঙ্গিকে গ্রেফতার করে গোলাবারুদ-সহ বেশ কিছু অস্ত্র উদ্ধার করা হয়। ধৃত তিনজন দক্ষিণ কাশ্মীরের পুলওয়ামা জেলার বাসিন্দা। তারা রাজৌরিতে অস্ত্র আনতে গিয়েছিল। অস্ত্রগুলো ড্রোনের মাধ্যমে পাকিস্তান থেকে সরবরাহ করা হচ্ছিল বলে জানা যায়। সূত্র: দ্য ওয়াল

সূত্র- বিডি প্রতিদিন

প্রধানমন্ত্রী আজ জাতিসংঘ অধিবেশনে ভাষণ দেবেন

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আজ নিউইয়র্কে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৭৫তম অধিবেশনে ভার্চুয়ালি ভাষণ দেবেন। বাংলাদেশ সময় রাত ৮টায় এবং নিউইয়র্ক সময় সকাল ১০টায় তার রেকর্ডকৃত ভাষণ জাতিসংঘ দফতরে প্রচার করা হবে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের পদাঙ্ক অনুসরণ করে প্রতি বছরের মতো এবারও তিনি বাংলায় ভাষণ দেবেন।

পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. একে আবদুল মোমেন ২১ সেপ্টেম্বর ভার্চুয়াল প্রেস ব্রিফিংয়ে জানান, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তার ভাষণে কোভিড ১৯ সংক্রমণ, রোহিঙ্গা সংকট এবং জলবায়ুসহ একাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তুলে ধরবেন। এছাড়া কোভিড-১৯ সংক্রমণ পরিস্থিতি, ভ্যাকসিনের সমবণ্টনসহ বিভিন্ন বিষয় থাকবে তার ভাষণে। জলবায়ু ভালনারেবল ফোরামের সভাপতি হিসেবে জলবায়ু ইস্যুটিও তিনি তুলে ধরবেন।

পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী রোহিঙ্গা সমস্যার সমাধানে পাশে থাকতে এবং এই সমস্যা সমাধানে তার দেয়া চার দফা প্রস্তাবের

ভিত্তিতে প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের প্রতি আহ্বান জানাবেন। প্রধানমন্ত্রী ৭৪তম অধিবেশনে এ চার দফা প্রস্তাব পেশ করেছিলেন। পাশাপাশি প্রধানমন্ত্রী কোভিড-১৯ পরিস্থিতি মোকাবেলায় বাংলাদেশের সফলতা, এসডিজি বাস্তবায়ন, নারীর ক্ষমতায়ন ও অধিকার প্রতিষ্ঠা, দারিদ্র্য বিমোচন, সন্ত্রাস দমন, মাদক চোরাচালান বন্ধ, অর্থনৈতিক অগ্রগতি, টেকসই গণতন্ত্র, সুশাসন এবং বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠায় বাংলাদেশের ভূমিকা তুলে ধরবেন।

উল্লেখ্য, ২১ সেপ্টেম্বর ভার্চুয়াল পদ্ধতিতে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৭৫তম অধিবেশন শুরু হয়েছে। এ বছরের প্রতিপাদ্য বিষয় হচ্ছে, ‘আমরা ভবিষ্যৎ চাই, জাতিসংঘ আমাদের প্রয়োজন : বহুমুখিতার প্রতি আমাদের প্রতিশ্রুতি পুনর্নিশ্চিতের মাধ্যমে।’

কোভিড-১৯ মহামারীর কারণে ৭৫ বছরের ইতিহাসে এই প্রথম বিশ্ব নেতারা বিশ্বের সর্বোচ্চ ফোরাম জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে ভার্চুয়ালি অংশ নিচ্ছেন।

বাসস

বিশ্বকে এক হয়ে কাজ করার আহ্বান প্রধানমন্ত্রীর

কোভিড-১৯ মহামারী মোকাবেলায় গোটা বিশ্বকে এক হয়ে কাজ করার আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। করোনাভাইরাস থেকে বিশ্বের মানুষের মুক্তি কামনা করে তিনি বলেন, আবারও অর্থনীতির চাকা সচল হোক, সব মানুষ সুন্দরভাবে স্বাভাবিক জীবনযাপন করুক, সেটাই আমরা চাই। সেজন্য সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করতে হবে। শুক্রবার এক অনুষ্ঠানে তিনি এ আহ্বান জানান।

জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বাংলায় দেয়া ঐতিহাসিক ভাষণের ৪৬ বছর পূর্তি উপলক্ষে আলোচনা সভা এবং ফরেন সার্ভিস অ্যাকাডেমির নবনির্মিত ভবন উদ্বোধন উপলক্ষে অনুষ্ঠানে গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের

মাধ্যমে যুক্ত হন প্রধানমন্ত্রী।

বাংলাদেশকে বিভিন্ন ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগের পাশাপাশি ‘মনুষ্যসৃষ্ট দুর্যোগের’ মোকাবেলা করতে হয় মন্তব্য করে শেখ হাসিনা বলেন, ১৯৭৫ সালে যে ঘাতকরা জাতির পিতাকে হত্যা করেছিল তাদের দোসররা এ দেশে স্থিতিশীল সরকার থাকুক তা কখনও চায়নি। সেজন্য মাঝেমধেই চেষ্টা করে একটা অস্থিতিশীল পরিবেশ সৃষ্টি করতে। এ অস্থিতিশীল পরিবেশ সৃষ্টি করার প্রচেষ্টা যখন তারা চালায় তখন আমরা দেখি আগুন দিয়ে জীবন্ত মানুষকে হত্যা করতে। এসব আমাদের মোকাবেলা করতে হয়। আর আওয়ামী লীগ তা মোকাবেলা করতে সক্ষম হয়েছে বলেই জনগণের আস্থা ও বিশ্বাস অর্জন করতে পেরেছে বলে মন্তব্য করেন দলটির সভাপতি শেখ হাসিনা।

জনগণের আস্থা অর্জন করেই বর্তমান সরকার উন্নয়ন করে যাচ্ছে মন্তব্য করে শেখ হাসিনা বলেন, জনগণ বারবার আমাদের ভোট দিয়ে নির্বাচিত করেছে বলেই আমরা সরকার গঠন করে তাদের সেবা করতে পেরেছি। আর দীর্ঘসময় ক্ষমতায় থাকতে পেরেছি বলেই উন্নয়নগুলো দৃশ্যমান হচ্ছে এবং উন্নয়নগুলো করতে পারছি, যার সুফল দেশের জনগণ ভোগ করছে। তিনি বলেন, সব থেকে গুরুত্ব দিয়েছি খাদ্য উৎপাদনের ওপর। কারণ আমি জানি, করোনাভাইরাসের কারণে বিশ্বে হয়তো দুর্ভিক্ষ দেখা দিতে পারে। কিন্তু বাংলাদেশে যেন কোনোমতে সেই দুর্ভিক্ষের ছোঁয়া না লাগে। তাই আমরা যতটুকু পারি খাদ্য উৎপাদন, খাদ্য বিতরণ, দরিদ্র মানুষকে বিনা পয়সায় খাদ্য দেয়া এবং খাদ্য নিশ্চয়তা দেয়ার চেষ্টা আমরা চালিয়ে যাচ্ছি।

শেখ হাসিনা আরও বলেন, আমাদের জিডিপি ৮ দশমিক ২ শতাংশের উপরে নেয়ার টার্গেট অর্জন করা সম্ভব হয়নি। আমরা এবার ৫ দশমিক ২৪ শতাংশের মতো অর্জন করতে পেরেছি। আশা করি আগামীতে আমাদের প্রবৃদ্ধি আরও বেশি অর্জন করতে সক্ষম হব। আর সেদিকে লক্ষ্য রেখেই আমরা কাজ করে যাচ্ছি। মুজিববর্ষে জতির পিতার স্বপ্নের ‘ক্ষুধামুক্ত, দারিদ্র্যমুক্ত বাংলাদেশ’ গড়ে তোলার সংকল্পের কথা জানিয়ে বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনা বলেন, প্রায় ৪০ শতাংশ দরিদ্র জনগোষ্ঠী ছিল, এই দারিদ্র্যের হার আমরা কমিয়ে ২০ দশমিক ৫ শতাংশে এনেছি। আমরা আরও কমাতে চাই। বাংলাদেশের প্রত্যেকটা মানুষকে একটা সুন্দর জীবন আমরা উপহার দিতে চাই। আর সেজন্য বিশ্বের অন্য দেশগুলোর সঙ্গে সহযোগিতা বাড়ানোর ওপর গুরুত্বারোপ করে তিনি বলেন, বর্তমান বিশ্ব একটি গ্লোবাল ভিলেজ। এ বিশ্বে কেউ একা চলতে পারে না। তাই সবার সহযোগিতা আমাদের কাম্য। পাশাপাশি কাউকে

কোনো ধরনের সহযোগিতা করতে হলে আমরা সেটা করতেও প্রস্তুত।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, ১৯৭৪ সালের ২৫ সেপ্টেম্বর জাতিসংঘে ইতিহাসে প্রথমবারের মতো বাংলায় ভাষণ দেন স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। ৪৬ বছর আগে তার সেই ভাষণে বিশ্ব দরবারে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির মৌলিক বৈশিষ্ট্যগুলো তুলে ধরা হয়। সেই ভাষণে জাতির পিতা বলেন, ‘সকলের সাথে বন্ধুত্ব, কারো সাথে বৈরিতা নয়।’ এখনও সেটাই যে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির মূল চালিকাশক্তি।

করোনাভাইরাস মহামারীর কারণে এবার জাতিসংঘ অধিবেশনে সরাসরি যোগ দিতে না পারার দুঃখের কথা জানিয়ে শেখ হাসিনা বলেন, আমি ১৬ বার জাতিসংঘে ভাষণ দিয়েছি এবং ১৭তম ভাষণ দিতে আমি যেতে পারছি না। এটা সত্যিই খুব দুঃখের। কারণ সেখানে সব দেশের নেতাদের সঙ্গে দেখা হওয়ার একটা সুন্দর সুযোগ হয়, মতবিনিময় করার সুযোগ হয়, একে অপরের অভিজ্ঞতা আমরা শেয়ার করতে পারি। সেই সুযোগটা করোনাভাইরাসের কারণে হল না।

জাতিসংঘে বঙ্গবন্ধুর বাংলায় দেয়া ভাষণের কথা স্মরণ করে শেখ হাসিনা বলেন, জাতির পিতা তার ভাষণে এ দেশের দুঃখী মানুষের কথা বলেছিলেন, এ দেশের সার্বিক উন্নয়নের কথা বলেছিলেন। একই সঙ্গে বিশ্বব্যাপী বঞ্চিত মানুষের কথা তিনি বলেছিলেন। আমরা সেটা বিশ্বাস করি। তাই আমাদের উন্নয়নের মূল লক্ষ্যটা হচ্ছে তৃণমূলের মানুষ। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণের ওপর গুরুত্বারোপ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, আজকের বিশ্বে কূটনৈতিক মিশনের দায়িত্ব অনেক বদলে গেছে। এখন শুধু রাজনৈতিক কূটনীতি নয়, দরকার হয় অর্থনৈতিক কূটনীতিও। ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার ঘটানো, সবার সঙ্গে মিশে কীভাবে অর্থনৈতিক স্বাবলম্বী হওয়া যায়, উন্নয়ন করা যায়, পরস্পরকে কীভাবে সহযোগিতা করা যায়, পরস্পরের সহযোগিতার মধ্য দিয়ে বিশ্বে শান্তি কীভাবে নিয়ে আসা যায়-সেইভাবে কূটনীতি চালাতে হবে। বাংলাদেশকে বিভিন্ন ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগের পাশাপাশি ‘মনুষ্যসৃষ্ট দুর্যোগের’ মোকাবেলা করতে হয়।

অনুষ্ঠানে গণভবন প্রান্তে প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব আহমদ কায়কাউস, প্রধানমন্ত্রীর প্রেস সচিব ইহসানুল করিম এবং ফরেন সার্ভিস একাডেমি প্রান্তে পররাষ্ট্রমন্ত্রী একে আব্দুল মোমেন, পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শাহরিয়ার আলমসহ ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা

উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠান শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে পররাষ্ট্রমন্ত্রী আবদুল মোমেন বলেন, করোনাভাইরাসের কারণে ফ্লাইট বন্ধ থাকায় দেশে আটকেপড়া সৌদি প্রবাসীদের কোনো সমস্যা হবে না। যাদের ইকামা- ভিসা আছে তারা সবাই সৌদি আরব যেতে পারবেন, কোনো জটিলতা হবে না। এ বিষয়ে সৌদি কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করা হচ্ছে। কারও ভিসার মেয়াদ শেষ হলেও ইকামা থাকলে তাদের আবার ভিসা দেয়া হবে। সৌদি প্রবাসীদের টিকিটের জন্য ভিড় করা নিয়ে তিনি বলেন, বিষয়টি দুঃখজনক। যারা আগে থেকে টোকেন নিয়েছিলেন তারা আগেই যাবেন। পর্যায়ক্রমে সবাই যাবেন। দুশ্চিন্তার কোনো কারণ নেই।

রেল সংযোগ চালু হলে কৃষকসহ সাধারণ মানুষ উপকৃত হবে — জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী

জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ও মেহেরপুর-১ আসনের সংসদ সদস্য ফরহাদ হেসেন বলেছেন, প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি অনুয়ায়ী মেহেরপুরে রেল সংযোগ স্থাপনে অধিকতর গুরত্ব দেওয়া হয়েছে। দর্শনা থেকে মুজিবনগর হয়ে মেহেরপুর পর্যন্ত রেল সংযোগের আওতায় আনা হচ্ছে। পরবর্তিতে মেহেরপুর থেকে কুষ্টিয়ার ভেড়ামারা অথবা মিরপুর পর্যন্ত বিস্তৃত করা হবে।

শুক্রবার সকালে মেহেরপুর জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে “দর্শনা জংশন থেকে মুজিবনগর হয়ে মেহেরপুর পর্যন্ত ব্রডগেজ রেল লাইন সংযোগের লক্ষে সম্ভাব্যতা যাচাই ও বিশদ ডিজাইন” বিষয়ক অবহিতকরণ সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথাগুলো বলেন।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, মেহেরপুরের উৎপাদিত কৃষিপণ্য কম খরচে যাতে দেশের বিভিন্ন স্থানে কৃষকরা নিয়ে যেতে পারেন সে লক্ষ্যে দ্রুত রেল লাইন প্রকল্পটি একনেকে পাশ হবে। এতে করে মেহেরপুর জেলার জন্য এটি একটি মাইলফলক হিসেবে কাজ করবে।

তিনি বলেন,,মানুষকে ভোগান্তির মধ্যে না ফেলে কম জমি নষ্ট করে কত সহজে রেল সংযোগ করা যায় সে বিবেচনায় ফিজিবিলিটি টেস্ট করে দুইটা ডিজাইন করা হয়েছে। আমরা সেটিকে আরো সহজতর করার লক্ষ্যে কাজ করছি।

জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ মুনসুর আলম খানের সভাপতিত্বে রেল সংযোগের ডিজাইন নিয়ে আলোচনা করেন প্রকল্প পরিচালক ও রাজশাহী রেলওয়ের অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী আসাদুল হক।

অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক তৌফিকুর রহমানের সঞ্চালনায় অন্যদের মধ্যে বক্তব্য দেন মেহেরপুর-২ আসনের সংসদ সদস্য সাহিদুজ্জামান খোকন, সাবেক সংসদ সদস্য মকবুল হোসেন, মেহেরপুরের পলিশ সুপার এসএম মুরাদ আলী, জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এম এ খালেক, পাবলিক প্রসিকিউটর পল্লব ভট্টাচার্য, জেলা আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক অ্যাড. ইব্রাহিম শাহীন, বাগোয়ান ইউপি চেয়ারম্যান আয়ুব হোসেন, মেহেরপুর প্রেস ক্লাবের সভাপতি ফজলুল হক মন্টু প্রমুখ। এছাড়াও জুম ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমেও মেহেরপুরের বিভিণ্ন শ্রেণী পেশার মানুষ অবহিতকরণ সভায় অংশগ্রহণ করেন।